ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN. 23 2000
পৃষ্ঠা ৭
কলাম ৬

10

'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে তোঘলকি কাণ্ড'

কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে

কাগজ প্রতিবেদক : জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অভ্যন্তরে অসাধুতা ও অনিয়মের তথ্য উদঘাটনে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে তোঘলকি কাণ্ড' শিরোনামে গত ৬ জানুয়ারি ভোরের কাগজ-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ তদন্ত শুরু হয়েছে।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক এম এম পনির উদ্দিন জানিয়েছেন, ভোরের কাগজ-এর প্রতিবেদনের [illegible] বিক্রয় বিভাগের কর্মকর্তার [illegible] হয়েছে।

● [illegible] পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

কাজ। তদন্ত শুরু করেছে

● প্রথম পাতার পর

এ ছাড়াও প্রতিবেদনে উল্লিখিত বইগুলো ছাড়াও অন্যান্য নকল বই বিক্রয় বিভাগ থেকে শনাক্ত করে অচিরেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এদিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের একটি অংশের প্রতিবাদ করেছে গতিধারা প্রকাশনী। প্রতিবেদনে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' নকল করে গতিধারা থেকে তিন খণ্ডে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে বলে যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে গতিধারা নিম্নোক্ত বক্তব্য দিয়েছে।

তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র' বইটি মৌলিক লেখনির কোনো গ্রন্থনা নয়। উক্ত বইটির মর্ম গণদলিল হতে উৎকোলিত। গণদলিলের জিম্মাদারিত্ব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ঐ গণদলিলগুলো জনসম্মুখে প্রচার করা। আমাদের প্রকাশিত 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র' গ্রন্থটিতে মৌলিক লেখনি যেমন আছে তেমনি আছে তথ্য মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থটি থেকে গণদলিলের পুনঃউৎকলন।

প্রতিবেদকের বক্তব্য

গতিধারা তাদের বক্তব্যেই স্বীকার করেছে গণদলিলের জিম্মাদারিত্ব তথ্য মন্ত্রণালয়ের এবং তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ১৬ খণ্ডে প্রকাশিত উল্লিখিত বই থেকে গণদলিল তারা তাদের প্রকাশিত বইয়ে পুনঃউৎকলন করেছে। এক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি তারা নেয়নি। তা ছাড়া তিন খণ্ডের বইয়ের কোথাও এই পুনঃউৎকলনের কথাও উল্লেখ করা হয়নি।